بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৭/০২ | শুক্রবার, ২২ রজব, ১৪৪২ হিজরী | ০৫/০৩/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ (এল.ডি.সি) থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত করার সুপারিশ করে দুর্বৃত্ত পুঁজিবাদী সংস্থা জাতিসংঘ যালিম হাসিনা সরকারকে তার তথাকথিত উন্নয়ন ফিরিস্তির কারণে সৃষ্ট জনরোষ হতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ করে দিয়েছে

বাংলাদেশের জনগণ যখন অসহনীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরাবস্থায় ভারাক্রান্ত, তখন জাতিসংঘ (ইউ.এন) কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের (এল.ডি.সি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত করার এই চূড়ান্ত সুপারিশ দেশের জনগণকে বিস্মিত করেছে। মুলতঃ এই সুপারিশ যালিম হাসিনার জন্য তথাকথিত উন্নয়নের নামে জনগণের অর্থ ও সম্পদ লুণ্ঠন নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাবার বৈধতা হিসেবে এসেছে। দেশের ক্ষুব্ধ জনগণ হাসিনার এই 'ঐতিহাসিক অর্জনের' দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ তারা প্রত্যক্ষ করেছে এই অর্জন কেবল সরকারের সহযোগী দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনীতিবিদ ও ক্ষুদ্র পুঁজিপতিগোষ্ঠীর জন্যই প্রযোজ্য। এই সুপারিশ এমন এক সময়ে এলো যখন দেশে দারিদ্রতার পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ৪২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০১৮ সালে ২১.৬ শতাংশ ছিল (*দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ২৪শে জানুয়ারী, ২০২১*)। কোভিড-১৯ বিপর্যয়ে বিপুলসংখ্যক জনগণ যখন তাদের কর্মসংস্থান ও আয় হারিয়ে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং নিজেদের সঞ্চয়কে পুঁজি করে বেঁচে আছে, তখন প্রায় ৩৪০০ জন নতুন পুঁজিপতি বাংলাদেশের কোটিপতি ক্লাবে প্রবেশ করেছে! যালিম হাসিনা সরকার দুর্নীতিবাজ পুঁজিপতি অভিজাতদেরকে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দুরাবস্থাকে পুঁজি করে আরও সম্পদ কুক্ষিগত করার সুযোগ করে দিয়েছে। হাসিনার 'পরিবর্তিত' বাংলাদেশে দুর্নীতিগ্রস্থ পুঁজিপতিরা ব্যাংক ঋণের দায় থেকে সহজেই মুক্তি পেয়ে গেলেও, বকেয়া ঋণ, অনাহার ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে সাধারণ মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। এমনকি সাধারণ জনগণ যখন হাসিনার যুলুম ও তার সরকারের পদ্ধতিগত অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সরব হয় তখন তাদেরকে নির্মম দমন-নিপীড়নের শিকার হতে হয়। দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে মোবাইল কলরেটের উপর শোষণমূলক ভ্যাট আরোপের সমালোচনা করার কারণে কিভাবে নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া একজন কিশোরকে তাৎক্ষনিকভাবে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়। সরকারের দুর্নীতি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলার শাস্তি হিসেবে কাউকে হয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে জামিন না পেয়ে কারাগারে পঁচতে হচ্ছে, কিংবা লেখক মুসতাক আহমেদের মতো দুর্ভাগ্যজনকভাবে কারাপ্রকোষ্ঠে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে, যাকে একটি ফেসবুক পোস্টের জন্য নয় মাস ধরে জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল। জনগণ যখন এই নিপীড়ন ও দুর্দশা থেকে মরিয়া হয়ে মুক্তি চাচ্ছে, তখন কাফির-ঔপনিবেশিক পশ্চিমাগোষ্ঠী তাদের হাতিয়ার জাতিসংঘের মাধ্যমে হাসিনা সরকারের মিথ্যা উন্নয়নের বিবৃতিকে বৈধতা প্রদান করছে। যেহেতু এই অঞ্চলে উপনিবেশবাদীদের নিজস্ব ঘৃণ্য ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে, সেহেতু তারা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আর্থ-সামাজিক দুর্দশার মূল কারণ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি তাদের আজ্ঞাবহ পুতুল শাসকদেরকে আরও শক্তিশালী করবে। বিশেষ করে, কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সরকারের দুর্নীতি বিষয়ক বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশনের করে হাসিনা সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়ার পর জাতিসংঘের এই স্বীকৃতি তাকে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ করে দিয়েছে। এখন হাসিনা জনগণের দুরাবস্থার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে নির্লজ্জভাবে তার সরকারের কাল্পনিক উন্নয়ন ও তথাকথিত সফলতার জন্য বড়াই চালিয়ে যাবে। সুতরাং, দুর্বৃত্ত এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও দালাল শাসকগোষ্ঠী যে জনগণের কল্যাণের জন্য নিবেদিত নয় তা অনুধাবন করতে আর কত প্রমাণের প্রয়োজন?

হে দেশবাসী, ধর্মনিরপেক্ষ কামাল "আতাতুর্ক"-এর সহযোগীতায় ব্রিটেন ১৯২৪ সালে খিলাফত ধ্বংস করার পরে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও দালাল শাসকগোষ্ঠীকে আমাদের মুসলিম উম্মাহ্'র উপর চাপিয়ে দেয়। পশ্চিমা মদদপুষ্ট এসব যালিম শাসক ও দুর্বৃত্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত আপনারা সীমাহীন এই আর্থ-সামাজিক দুর্দশা ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবেন না। হাসিনার মতো যালিম শাসকদের জন্মদানকারী এই পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত না করে শুধুমাত্র শাসকদের চেহারা বদল করে প্রকৃত মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। আমরা আপনাদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) প্রতিশ্রুত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তথা নবুয়্যতের আদলে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় খিলাফত রাশিদাহ্-কে মানবজীবনের তত্ত্বাবধানের

বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে আবারও আমরা প্রকৃত কল্যাণ ও সমৃদ্ধির এক নতুন যুগে প্রবেশ করতে পারি। কেবলমাত্র খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আমরা উমর (রা.)-এর মত শাসক আশা করতে পারি, যিনি প্রবীণ ও দরিদ্র ইহুদিকে এই বলে বায়তুল মাল থেকে প্রতিদিন অর্থ প্রদান করতেন যে, *"আল্লাহ্'র কসম, এটা ন্যায়বিচারের আদর্শের পরিপন্থী যে আমরা যুবক ও সুস্থ অবস্থায় তাদের কাছ থেকে জিযিয়া (অমুসলিমদের উপর আরোপিত কর) আদায় করব, অথচ বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদের চাহিদাকে উপেক্ষা করব"।* ১৩০০ বছরের ইতিহাস সাক্ষী যে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে খিলাফত রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল নাগরিকের জন্য যথাযথভাবে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং রাষ্ট্রের আপদকালীন সময়েও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

<< الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ>>

"ইমাম (খলিফা) হচ্ছেন অভিভাবক এবং তিনি তার নাগরিকদের জন্য দায়বদ্ধ"

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ